পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক শ্রমিক ইউনিয়ন

১৮এ, ব্র্যাবোর্ণ রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১

সার্কুলার নং ১/২০০৮ তারিখ ঃ ১৬/০১/২০০৮

প্রিয় সাথী,

বিগত অষ্টাদশ (নবপর্যায়) রাজ্য সম্মেলনের পর বিগত ১২ই জানুয়ারী ২০০৮ নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির সমস্ত সদস্যদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় কেন্দ্রীয় কমিটি ও সাধারণ পরিষদ সদস্যদের মধ্যে সাংগঠনিক কাজের দায়িত্ব বন্টন করা হয়। বিগত রাজ্য সম্মেলনের গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের সার্থক রূপায়ণের লক্ষ্যে এই দায়িত্ব বন্টন করা হয়েছে। সময়োপযোগী সংগঠন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এক সুসংহত ঐক্যবদ্ধ সংগঠন গড়ে তুলে যৌথ সংগ্রামের অনুকূল বাতাবরণ গড়ে তোলাই হল বিগত সম্মেলনের মূল আহ্বান।

কলকাতা রিজিয়ন ঃ

সাংগঠনিক কাজের সুবিধার জন্য কলকাতা রিজিয়নকে **কলকাতা-১** ও **কলকাতা-২** এই দুভাগে ভাগ করা হয়েছে।

কলকাতা পূর্ব ও উত্তর কলকাতা এবং উত্তর ২৪ পরগণা ও হাওড়া জেলা, কলকাতা-১এর অন্তর্ভূক্ত হবে। দক্ষিণ কলকাতা, পশ্চিম কলকাতা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা, কলকাতা-২এর অন্তর্ভূক্ত হবে। এছাড়া বিবাদী বাগ সহ মধ্য কলকাতা অঞ্চলের ক্ষেত্রে লেনিন সরণীর ট্রাম লাইনকে বিভাজন রেখা হিসাবে চিহ্নিত করে তার উত্তর দিক কলকাতা-১ এবং দক্ষিণ দিক কলকাতা-২এর অন্তর্ভূক্ত হবে।

কলকাতা-১ ঃ এই অঞ্চলের মূল দায়িত্বে থাকবেন কমরেড শ্রীজিৎ সেনগুপ্ত।

কমরেড অলোক দত্ত এবং এই অঞ্চলে কর্মরত পদাধিকারী সহ কেন্দ্রীয় কমিটি ও সাধারণ পরিষদের সদস্যরা— যাঁরা অন্য কোন অঞ্চল বা রিজিয়নের সাংগঠনিক কাজের সঙ্গে যুক্ত নন তাঁরা কলকাতা-১ অঞ্চলের সমস্ত সাংগঠনিক কাজের দায়িত্বে থাকবেন।

কলকাতা-২ ঃ এই অঞ্চলের মূল দায়িত্বে থাকবেন কমরেড সুব্রত চ্যাটার্জী।

কমরেড অলোক মজুমদার এবং এই অঞ্চলে কর্মরত পদাধিকারী সহ কেন্দ্রীয় কমিটি ও সাধারণ পরিষদের সদস্যরা— যাঁরা অন্য কোন অঞ্চল বা রিজিয়নের সাংগঠনিক কাজের সাথে যুক্ত নন— তাঁরা কলকাতা-২ অঞ্চলের সমস্ত সাংগঠনিক কাজের দায়িত্বে থাকবেন।

বর্ধমান রিজিয়ন ঃ এই রিজিয়নের মূল দায়িত্বে থাকবেন কমরেড পিনাকী রায়চৌধুরী।

কলকাতা রিজিয়নে কর্মরত কমরেড নীলেন্দু ঘোষ, কমরেড সোমনাথ দাসগুপ্ত, কমরেড সুনয় বিশ্বাস (আর.সিসি.) সহ বর্ধমান রিজিয়নে কর্মরত পদাধিকারী সহ কেন্দ্রীয় কমিটি ও সাধারণ পরিষদ সদস্যরা বর্ধমান রিজিয়নের সমস্ত সাংগঠনিক কাজের সাথে যুক্ত থাকবেন।

পূর্ব মেদিনীপুর ঃ এই জেলার মূল দায়িত্বে থাকবেন কমরেড বুদ্ধদেব দাস।

কলকাতা রিজিয়নে কর্মরত কমরেড মকবুল হায়দার সিদ্দিকী ও কমরেড বারিদ বরণ দাস সহ এই জেলায় কর্মরত পদাধিকারী সহ কেন্দ্রীয় কমিটি ও সাধারণ পরিষদ সদস্যরা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সমস্ত সাংগঠনিক কাজের সাথে যুক্ত থাকবেন।

পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ এই দুটি জেলার মূল দায়িত্বে থাকবেন কমরেড বৈদ্যনাথ ব্যানার্জী।

কলকাতা রিজিয়নে কর্মরত কমরেড অনিমেষ সুর, কমরেড রামতনু দত্ত, কমরেড নৃসিংহ প্রসাদ সরকার ও কমরেড আশিস সরকার সহ এই জেলা দুটিতে কর্মরত পদাধিকারী সহ কেন্দ্রীয় কমিটি ও সাধারণ পরিষদ সদস্যরা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সমস্ত সাংগঠনিক কাজের সাথে যুক্ত থাকবেন।

তিনটি রিজিয়নে কর্তৃপক্ষের সাথে নিয়মিত যৌথ আলোচনা সংগঠিত করার বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কমরেডরা হলেন ঃ-

কলকাতার ক্ষেত্রে	—	কমরেড বিদ্যুৎ ব্যানার্জী।
বর্ধমানের ক্ষেত্রে	—	কমরেড সুকুৎ মিত্র।
মেদিনীপুরের ক্ষেত্রে	—	কমরেড অলোক রায়।

তিনটি রিজিওনাল ফাংশনারি কমিটির সভা ডাকার ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কমরেডরা হলেন—

কলকাতার ক্ষেত্রে কমরেড অমিতাভ দে।

বর্ধমানের ক্ষেত্রে কমরেড পিনাকী রায়চৌধুরী।

মেদিনীপুরের ক্ষেত্রে কমরেড বৈদ্যনাথ ব্যানার্জী।

সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সম্পাদক রিজিওনাল ফাংশনারি কমিটির সভায় এবং অন্যান্য সাংগঠনিক সভায় অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন। সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সম্পাদকের আলাদাভাবে নির্দ্দিষ্ট কোন দায়িত্ব থাকবে না।

সংগঠনের মুখপত্র মুখর—

'মুখর' এর সম্পাদক — কমরেড বিদ্যুৎ ব্যানার্জী। সম্পাদকমন্ডলীর অন্য সদস্যরা হলেন— কমরেড কল্যাণ ভট্টাচার্য্য, কমরেড সত্যব্রত দত্ত, কমরেড নীলেন্দু ঘোষ, কমরেড সোমনাথ দাসগুপ্ত, কমরেড সুজিত ঘোষ, কমরেড শিখা ঘটক ও কমরেড বি. কার্তিকেয়ন।

মহিলা উপসমিতি ঃ মহিলা উপসমিতির আহ্বায়িকা হবেন কমরেড লিপিকা চক্রবর্ত্তী। উপসমিতির অন্য সদস্যরা হলেন— কমরেড বল্লরী ভৌমিক, কমরেড রত্না ঘোষ, কমরেড সুতপা চক্রবর্ত্তী, কমরেড শিখা ঘটক, কমরেড সঞ্জিতা মন্ডল, কমরেড মালা দত্ত, কমরেড শাশ্বতী দে এবং কমরেড মিতালী পাল।

'মুখর'এর সম্পাদক এবং মহিলা উপসমিতির আহ্বায়িকা পদাধিকারীদের সভায় স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য হবেন।

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবীমা সংক্রান্ত উপসমিতিঃ এই উপসমিতির আহ্বায়ক হলেন কমরেড বুদ্ধদেব দাস। উপসমিতির অন্য সদস্যরা হলেন— কমরেড মকবুল হায়দার সিদ্দিকী, কমরেড হর্ষবর্ধন ভৌমিক, কমরেড দীপক মজুমদার, কমরেড বারিদ বরণ দাস ও কমরেড মানব দেবনাথ।

হলিডে হোম উপসমিতি ঃ এই উপসমিতি আহ্বায়ক হলেন কমরেড মিলন দে। উপসমিতির অন্য সদস্যরা হলেন কমরেড অঞ্জন গাঙ্গুলী, কমরেড অনিমেষ সুর, কমরেড অলোক মজুমদার, কমরেড বল্লাল সেন, কমরেড উজ্জ্বল দত্ত, কমরেড সুনয় বিশ্বাস ও কমরেড অশোক পাল ।

তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত কাজের উপসমিতি ঃ এই উপসমিতির আহ্বায়ক হলেন কমরেড সত্যব্রত দত্ত। উপসমিতির অন্য সদস্যরা হলেন কমরেড সুধাংশু শেখর মজুমদার, কমরেড হর্ষবর্ধন ভৌমিক, কমরেড সমর সরকার, কমরেড শ্যামসুন্দর দাস, কমরেড শেখর ভৌমিক, কমরেড শক্তিপদ কুলভী, কমরেড জয়দীপ দেব ও কমরেড অশোক মাথুর।

সমবায় সংক্রান্ত উপসমিতি ঃ এই উপসমিতির আহ্বায়ক হলেন কমরেড নীলেন্দু ঘোষ। উপসমিতির অন্য সদস্যরা হলেন কমরেড অঞ্জন গাঙ্গুলী, কমরেড হর্ষবর্ধন ভৌমিক, কমরেড দীপ্ত লাহা, কমরেড অরুণেশ রায়, কমরেড শেখর ভৌমিক, কমরেড ভাস্কর ব্যানার্জী এবং কমরেড প্রদীপ মজুমদার।

আইনী উপসমিতি ঃ এই উপসমিতির আহ্বায়ক হলেন কমরেড অনুপম মিত্র। উপসমিতির অন্য সদস্যরা হলেন কমরেড শ্রীজিৎ সেনগুপ্ত, কমরেড বিদ্যুৎ ব্যানার্জী এবং কমরেড অরূপ কর।

সাংস্কৃতিক উপসমিতি ঃ এই উপসমিতির আহ্বায়ক হলেন কমরেড সোমনাথ চ্যাটার্জী। উপসমিতির অন্য সদস্যরা হলেন কমরেড লিপিকা চক্রবর্ত্তী, কমরেড শিখা ঘটক, কমরেড পুলক ব্যানার্জী, কমরেড পার্থ রায়চৌধুরী, কমরেড ধনঞ্জয় দাস এবং কমরেড হীরালাল রাণা।

অফিস উপসমিতি ঃ এই উপসমিতির আহ্বায়ক হলেন কমরেড অলোক মজুমদার। উপসমিতির অন্য সদস্যদের আহ্বায়ক নির্বাচিত করবেন। অফিস উপসমিতি গঠন সম্পূর্ণ হলে উপসমিতির সদস্যদের সম্পূর্ণ নামের তালিকা আগামী দিনে সার্কুলারের মাধ্যমে জানানো হবে।

এছাড়া সমস্ত সদস্যদের কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি কোনও সদস্য কোনও উপসমিতির কাজ করতে আগ্রহী ও উৎসাহী হন তাহলে তিনি সংশ্লিষ্ট উপসমিতির আহ্বায়কের কাছে তাঁর নাম সেই উপসমিতির সদস্য হিসাবে বিবেচনা করার জন্য নথিভুক্ত করতে পারবেন।

বিগত সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করতে সকল সদস্য ও শাখা কমিটির সদস্যদের কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে দায়িত্বপ্রাপ্ত কমরেডদের সাথে নিবিড় ও জীবন্ত যোগাযোগ গড়ে তুলে সংগঠনকে আরো সজীব ও গতিশীল করে তুলুন।

নতুন বছরের শুভেচ্ছা ও সংগ্রামী অভিনন্দন সহ,

সাধারণ সম্পাদক